

মুনাফিকদের বিষয়ে একজন ঈমানদারের অবস্থান কি হওয়া উচিত?



মুনাফিকদের সাথে কোন প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তাদের ক্ষতিকে কোন ক্রমেই ছোট মনে করা যাবে না। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর যুগের মুনাফিকদের তুলনায় বর্তমান যুগের মুনাফিকরা আরো অধিক ভয়ঙ্কর।

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামন রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর যুগের মুনাফিকদের তুলনায় আরো বেশি ভয়ঙ্কর। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর যুগে তারা গোপনে কাজ করত, আর বর্তমানে তারা প্রকাশ্যে মুনাফেকি করে।(১)

তাদের বিষয়ে একজন মুসলিমের অবস্থান:

১. মুনাফিকদের আনুগত্য করা হতে বিরত থাকা:

কখনোই মুনাফিকদের আনুগত্য করা যাবে না। কারণ, তারা কখনোই মুসলিমদের কল্যাণ চায় না তারা চায় ক্ষতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী, আল্লাহকে ভয়

কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়"। [আহযাব:১]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবারী রহ. আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে বলেন, (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) [হে নবী, আল্লাহকে ভয় কর] অর্থাৎ হে নবী! তুমি আল্লাহকে তার আনুগত্যের মাধ্যমে ভয় কর। তোমার জন্য যা করা কর্তব্য ও তোমার উপর যা ফরয করা হয়েছে, তা আদায় কর এবং যে সব নিষিদ্ধ কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তা করা হতে বিরত থাক। (لَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ) [আর তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না।] যারা তোমাকে বলে, তুমি তোমার আশপাশ থেকে দুর্বল, গরীব, মিসকিন ও অসহায় ঈমানদারদের সরিয়ে দাও। তাদের তুমি আনুগত্য করো না। وَالْمُتَّفِقِينَ আর তুমি মুনাফিকদের আনুগত্য করো না যারা তোমার নিকট এসে প্রকাশ করে যে, তারা ঈমানদার ও তোমার সহযোগী। বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়, তারা কখনোই তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে বন্ধু বানাবে না। তুমি তাদের থেকে কোন মতামত নিয়ো না এবং তাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করো না। কারণ, তারা তোমার দুশমন ও আল্লাহর দ্বীনের দুশমন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তারা তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন করে তা জানেন। আর তারা প্রকাশ্যে তোমার কল্যাণকামী হওয়ার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ও জানেন। আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার সাহাবীদের এবং দ্বীনের যাবতীয় কর্মের আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সমগ্র মাখলুকের যাবতীয় পরিচালনায় তিনি সম্যক জ্ঞানী।(২)

২. মুনাফিকদের সাথে বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকা, তাদের ধমক দেয়া ও ভালো হওয়ার জন্য উপদেশ দেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি"। [সূরা নিসা: ১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "ওরা হল সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। আর তাদেরকে তাদের নিজদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল"। [সূরা নিসা: ৬৩]

আয়াতের ব্যাখ্যা: হে মুহাম্মাদ! ঐ সব মুনাফেক যাদের বর্ণনা আমি তোমাকে দিয়েছি, তারা তোমার নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে আসা বাদ দিয়ে তাগুতের নিকট বিচার ফায়সালা নিয়ে যাওয়াতে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ** [তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন] যদিও তারা শপথ করে বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য ভালোই ছিল। আমরা কখনোই খারাপ চাইনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ** তুমি তাদের থেকে বিরত থাক। তাদের দৈহিক ও শারীরিক কোন প্রকার শাস্তি দিও না। তবে তাদের উপর নাযিল হওয়া আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখিয়ে তাদের উপদেশ দাও। আর তাদের শাস্তি হল, তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করে তার কারণে তাদের ঘরে বাড়ীতে আযাব নাযিল হওয়া। আল্লাহ তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, **وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا** আর তুমি আল্লাহকে ভয় করতে এবং তার রাসূল তাদের আযাবের যে ওয়াদা ও হুমকি দিয়েছো তার প্রতি বিশ্বাস করতে বল।(3)

৩. তাদের সাথে বিতর্ক না করা এবং তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যারা নিজেদের খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না তাকে, যে খিয়ানত-কারী, পাপী"।
[নিসা: ১০৭]

হে মুহাম্মাদ! তুমি বিতর্ক করো না তাদের পক্ষে যারা নিজেদের খিয়ানত করে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ সব লোকদের পছন্দ করেন না যাদের গুণ হল, মানুষের সম্পদে খিয়ানত করা এবং আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজ করতে নিষেধ করছে তা করা।(4)

৪. তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকা:

মুনাফিকদের কখনোই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ঋটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা মারাত্মক। অবশ্যই আমি তোমাদের

জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে"। [সূরা আলে-ইমরান: ১১৮]

মুসলিমদের এক দল সম্পর্কে নাযিল হয়, যাদের সহযোগী ছিল ইয়াহুদী ও মুনাফিক। ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগে তাদের সাথে যে সব কারণে বন্ধুত্ব ছিল, সে সব কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিষেধ করেন এবং তাদের কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে নিষেধ করেন।(৫)

৫. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের বিষয়ে কঠোর হওয়া।

মুনাফিকদের বিষয়ে কোন প্রকার নমনীয়তা প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ) অর্থ, হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; [সূরা তওবা: ৭৩]

ব্যাখ্যা, আল্লাহ তা'আলা তার স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দেন যে, (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ) হে নবী আপনি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেন তলোয়ার ও অস্ত্র নিয়ে। وَالْمُنَافِقِينَ আর মুনাফিকদের সাথেও জিহাদ করুন। মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করা অর্থ কি এ বিষয়ে, মুফাসসিরদের মধ্যে একাধিক মত আছে, তাদের সাথে জিহাদ হল হাত ও মুখ দ্বারা। আর যা কিছু দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করা সম্ভব হয়। এটিই হল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতামত।(৬)

৬. মুনাফিকদের নিকৃষ্ট বলে জানা এবং কখনো তাদের কাউকে নেতা না বানানো:

বুরাইদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন, তোমরা মুনাফিকদের কখনোই নেতা বলে সম্বোধন করো না। কারণ, যদি তোমরা তাদেরকে সরদার বল, তাহলে তোমরা তোমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করলে ও কষ্ট দিলে।

৭. তারা মারা গেলে তাদের জানাজায় অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাজা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে"। [সূরা তওবা: ৮৪]

আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিন বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল মারা গেলে তার ছেলে, রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল! তুমি তোমার পরিধেয় কাপড়টি আমার নিকট দাও! তাতে আমি আমার পিতাকে কাফন দেবো। আর তুমি তার উপর সালাতে জানাজা পড় এবং তার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাও। তার প্রস্তাবে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্মত হয়ে তাকে তার জামাটি দিয়ে দেয় এবং তাকে বলে, তুমি যখন কাফন থেকে ফারেগ হবে, তখন আমাকে খবর দেবে। তারপর যখন তারা কাফন থেকে ফারেগ হল, রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে খবর দিল। খবর পেয়ে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তার উপর সালাতে জানাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে, ওমর রা. তাকে টেনে ধরে বলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের উপর সালাতে জানাজা পড়তে নিষেধ করেনি? তখন তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য ক্ষমা চাই বা না চাই উভয়টি সমান। আর আমি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কখনোই ক্ষমা করবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন,

(وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثُورًا) وَهُمْ فَسِيقُونَ) আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযাপড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে। তারপর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের উপর সালাত আদায় করা ছেড়ে দেন।(7)

পরিশিষ্ট

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা মুনাফিকদের তৎপরতা ও নিফাকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলেও জানতে পারছি। নিফাক এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি ও নিন্দনীয় চরিত্র, যা মানুষের জন্য খুবই ক্ষতি ও মারাত্মক।

- রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যারা নিফাকের গুণে গুণাবিত তাদের
- গাদ্দার,
- খিয়ানত কারী,

- মিথ্যুক
- ও ফাজের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কারণ, একজন মুনাফিক তার ভিতরে যা আছে, সে তার বিপরীত জিনিষটিকে প্রকাশ করে। সে নিজেকে সত্যবাদী দাবী করলেও সে নিজেই জানে নিশ্চয় সে একজন মিথ্যুক। সে নিজেকে আমানতদার দাবী করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একজন খিয়ানত কারী। অনুরূপভাবে সে দাবী করে যে, সে প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কিন্তু সত্যি হল, সে একজন গাদ্দার। একজন মুনাফিক তার প্রতিপক্ষের লোকদের নানান ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, অথচ সে নিজেই ফাজের অশ্লীল ও অন্যায় কাজে লিপ্ত।

মুনাফিকদের চরিত্রই হল, ধোঁকা দেয়া, প্রতারণা করা ও মিথ্যাচার করা। যদি কোন মুসলিমের মধ্যে এ ধরনের কোন চরিত্র পাওয়া যায়, তাহলে আশংকা হয় যে, তাকে বড় নিফাক- ঈমান হারা- আক্রান্ত করতে পারে। কারণ, নিফাকে আমলী যদিও এমন এক অপরাধ বা কবিরী গুনাহ যা বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, কিন্তু যখন একজন বান্দার মধ্যে তা প্রগাঢ় হয়ে যায় বা গেঁথে বসে, তখন তার চরিত্র ধীরে ধীরে মিথ্যাচার, প্রতারণা ও ধোঁকা দেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তারপর যখন তার চরিত্রের আরো অবনতি ঘটে তখন সে আল্লাহর মাখলুকের সাথে যে ধরনের আচরণ করে, তার প্রভুর সাথেও ঠিক একই ধরনের আচরণ করে। অতঃপর তার অন্তর থেকে ঈমান হরণ করা হয়, তার পরিবর্তে তাকে দেয়া হয়ে নিফাক, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ও হুমকি।

আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা হল, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দেন। আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় ফিতনা হতে দূরে রাখেন। আমীন!

—

অন্তর-বিধ্বংসী বিষয়সমূহ : নিফাক

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ : জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা : ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

- 2 জামে'উল বায়ান ২০/২০২
- 3 জামে'উল বায়ান ৮/৫১৫
- 4 জামে'উল বায়ান ৯/১৯০
- 5 জামে'উল বায়ান ৭/১৪০
- 6 জামে'উল বায়ান ১৪/৩৬০
- 7 বুখারি (৫৭৯৬)